বিশেষ ক্রোড়পত্র

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

www.mole.gov.bd

মহান মে দিবস এবং জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস ২০২৫

শ্রমিক-মালিক এক হয়ে
গড়বো এদেশ নতুন করে

প্রধান উপদেষ্টা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৮ বৈশাখ ১৪৩২
০১ মে ২০২৫

বাণী

বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষের সাথে সংহতি প্রকাশ করতে দেশব্যাপী যথাযোগ্য মর্যাদায় 'মহান মে দিবস, ২০২৫' পালন করা হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। দৈনিক ৮ ঘণ্টা শ্রম, ন্যায্য মজুরি ও শ্রমের মর্যাদা আদায়ের লক্ষ্যে ১৮৮৬ সালের ১লা মে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরের 'হে' মার্কেটে শ্রমিকদের রক্তাক্ত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে শ্রমিক ও শ্রমের মর্যাদা সম্মানের সাথে বিশ্বময় স্বীকৃতি লাভ করে। এ দিবসে আদায় হয়েছে শ্রমিকের ন্যায্য অধিকার। সে প্রেক্ষাপটে এটি শুধু একটি সাধারণ দিবস নয়, শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আদায়ের আন্দোলন-সংগ্রামের অনুপ্রেরণার উৎস। শ্রমজীবী মানুষের অধিকার ও মর্যাদা রক্ষার ঐতিহাসিক এ দিনে যাদের আত্মত্যাগ ও রক্তের বিনিময়ে শ্রমিক অধিকার স্বীকৃতি পেয়েছে তাদেরসহ দেশের সকল মেহনতি মানুষের প্রতি রইল বিনম্র শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা।

শ্রমিক-মালিক সুসম্পর্কের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিকে এগিয়ে নিতে মে দিবসের গুরুত্ব অপরিসীম। এ বছর মে দিবসের প্রতিপাদ্য- 'শ্রমিক-মালিক এক হয়ে, গড়বো এদেশ নতুন করে'- আমাদের দেশের টেকসই উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। শ্রমিক ও মালিক পরস্পরের পরিপূরক, আর তাদের যৌথ প্রচেষ্টাই একটি শক্তিশালী, আত্মনির্ভর ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলতে পারে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। বাংলাদেশের পোশাক খাত, কৃষি, শিল্প, নির্মাণ, পরিবহণ, প্রযুক্তি- প্রতিটি খাতের উন্নতির পেছনে রয়েছে শ্রমিক এবং মালিকের মেধা ও প্রাণান্তকর পরিশ্রম। এ দেশকে নতুন করে গড়ে তুলতে হলে ঐক্য, পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং আস্থার পরিবেশ সুদৃঢ় করতে হবে। আমরা যদি ঐক্য ও সহযোগিতার ধারা অব্যাহত রাখি, তাহলে জুলাই-আগস্টের ছাত্র-শ্রমিক-জনতার গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে বৈষম্যহীন নতুন বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন শুধু স্বপ্ন নয়, বাস্তব হয়ে উঠবে।

এ বছর মহান মে দিবসের পাশাপাশি একইসঙ্গে আমরা 'জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস, ২০২৫' পালন করছি। শ্রমিকের ন্যায্য স্বীকৃতি ও সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা শুধু শ্রমিকদের অধিকারই নয়, এটি শিল্প ও অর্থনীতির উন্নয়নের অন্যতম শর্ত। একইসঙ্গে শ্রমিকের জীবনমান উন্নয়ন ও কল্যাণ পুরো শিল্পখাত এবং দেশের অর্থনীতিতে প্রতিফলিত হয়।

বাংলাদেশের উন্নয়ন-যাত্রায় শ্রমিক ও মালিকের অংশীদারিত্বে দেশের অগ্রগতি আরও ত্বরান্বিত হবে মর্মে আমার বিশ্বাস। আমি 'মহান মে দিবস এবং জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস, ২০২৫' উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস

সচিব
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

আজ ১ মে, 'মহান মে দিবস'। ১৮৮৬ সালের এই দিনে শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবিতে আমেরিকার শিকাগো শহরে এক বিশাল মিছিল বের হয়। শ্রমিকদের মিছিল শহরের হে মার্কেটের নিকট গেলে সরকারি বাহিনী তাতে বাঁধা দেয়। যার ফলশ্রুতিতে শ্রমিক-সৈনিক সংঘর্ষ বাঁধে এবং বহু শ্রমিক হতাহত হয়। অত:পর ১৮৮৮ সালের ১ মে দৈনিক ৮ ঘণ্টা কাজের দাবিতে সেন্ট লুইসের শ্রমিক সম্মেলনে 'মে দিবস' পালনের ঘোষণা দেয়া হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ১৮৮৯ সালের প্যারিস সম্মেলনে শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থ রক্ষায় সচেতনতা সৃষ্টি করার জন্য আন্তর্জাতিকভাবে মে দিবস পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃতি না পেলেও ১৮৯০ সাল থেকে ইউরোপে প্রতিবছর মে মাসের ১ তারিখ "মে দিবস" পালন ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের চাপ এবং রুশ বিপ্লবের প্রভাবে ১ মে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ সরকারি ছুটির দিন ঘোষণা করা হয়। এভাবেই শুরু হয় শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আদায়ের পথচলা।

আধুনিক সভ্যতার ভিত্তি হলো শ্রমজীবী, মেহনতী মানুষের নিরলস শ্রম। হাজার বছর ধরে যে শ্রমজীবী মানুষের রক্তঘামে মানবসভ্যতার উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে; সে শ্রমিকের স্বার্থ রক্ষায় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। উন্নতি ও সমৃদ্ধির কারিগর এসব অবহেলিত, নির্যাতিত, নিপীড়িত ও অধিকার বঞ্চিত শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আদায়ের অব্যাহত সংগ্রামে আমরা সর্বদাই শ্রমিকদের পাশে আছি।

নতুন বাংলাদেশ গড়ার অভিযাত্রায় ২৪ এর জুলাই গণঅভ্যুত্থানে ছাত্র জনতার সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে অংশগ্রহণ করেছেন হাজারো শ্রমিক ভাই ও বোনেরা। তাঁদের এ ত্যাগ আমাদের উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে এটা অনস্বীকার্য।

মহান মে দিবস আমাদের এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় হলো:

**"শ্রমিক মালিক এক হয়ে
গড়বো এদেশ নতুন করে"**

মালিক ও শ্রমিক এর পারস্পরিক ঐক্য ও বিশ্বাসই পারবে উৎপাদন বৃদ্ধিসহ দেশের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে। শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আদায়ের আন্দোলন, সময়ের পরিক্রমায় হয়েছে আরো গতিশীল। মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় গণতান্ত্রিক আদর্শের অগ্রযাত্রায় স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ সঞ্চারিত হয়েছে। বিশ্বের বিবেকবান মানুষের মানবিক সত্তায় মানবাধিকার ও গণতন্ত্রের আলোকচ্ছটায় শ্রমজীবী মানুষের অধিকার স্বীকৃতির পরিসর বৃদ্ধি পাচ্ছে বহুগুণে। একটি সুখী, সমৃদ্ধ ও কল্যাণময় মানবিক বিশ্ব প্রতিষ্ঠায় শ্রমিকদের আত্মনিবেদন মানুষ শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে।

বিশ্বের সকল মেহনতি মানুষের জীবনমান আরো উন্নত হোক, সমৃদ্ধ হোক-দেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় মহান মে দিবসে এই হোক আমাদের অঙ্গীকার।

এ এইচ এম সফিকুজ্জামান

Director, ILO
Country Office for Bangladesh

Message

Bangladesh marks May Day this year amidst a major socio-political transition.

The global theme, "Empowering Workers for Sustainable Development", underscores the need to equip workers to contribute meaningfully to national growth and global competitiveness. This starts with implementation of fundamental principles and rights at work. The national theme, "Let's build a new Bangladesh: employers-workers' unity will be its strength", will showcase progress towards safe work for all.

The right to a safe and healthy working environment is one of the fundamental rights at work. Others are freedom of association and effective recognition of the right to collective bargaining, elimination of forced labour and child labour, and non-discrimination. The ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work-adopted in 1998 and amended in 2022-obliges all member states to respect and promote these rights.

The Bangladesh Labour Reform Commission has raised expectations for progressive recommendations that will promote decent work with social protection for all workers.

Considerable progress in workers' rights and welfare is notable in the garment sector, However, over 84% of the workforce is in the informal sector, where awareness of rights and compliance with labour laws remains limited. Workers and employers alike lack information and mechanisms to implement worker protections.

This calls for greater investment in awareness building and public education so that all workers clearly understand their rights and responsibilities and exercise them without fear, while employers receive support to build sustainable businesses, comply with laws, and adopt fair, safe workplace practices.

Workers also must be skilled for the rapidly changing world of work, especially so for the youth. The private sector must co-create more workplace-based trainings in partnership with the Government to empower students to succeed at work.

The ILO is committed to supporting fundamental rights at work to improve workers' welfare, updating of national skills development systems and sustainable business practices.

Happy Labour Day.

Tuomo Poutiainen

'শ্রমিক-মালিক এক হয়ে গড়বো এদেশ নতুন করে'

মহাপরিচালক
শ্রম অধিদপ্তর

মহান মে দিবস শ্রমজীবী মানুষের শ্বাশত সংগ্রামের মাধ্যমে অধিকার প্রতিষ্ঠার গৌরবোজ্জ্বল দিন। বিশ্বের মেহনতি মানুষের অধিকার আদায়ে রক্তাক্ত স্মৃতি বিজড়িত এ দিবস। ১৮৮৬ সালের এ দিনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরের হে মার্কেটে দৈনিক ৮ ঘণ্টা কাজের দাবীতে যে আওয়াজ উঠেছিল, শোষকগোষ্ঠীর বুলেট তা স্তব্ধ করতে পারেনি। বীর শ্রমিকরা জীবন দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তাদের অধিকার। সেই থেকে মেহনতি মানুষের আন্দোলন-সংগ্রামে অনুপ্রেরণার উৎস এ মহান দিবস। একটি বৈষম্যমুক্ত ও শোষণমুক্ত পৃথিবী প্রতিষ্ঠার প্রেরণা এ দিবস। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সার্বিক তত্ত্বাবধানে বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষের সাথে সংহতি প্রকাশ করে যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান মে দিবস পালিত হচ্ছে। দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালনের মাধ্যমে বিশ্বায়নের নির্মাতা দুনিয়ার সব শ্রমজীবী মানুষের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করছি এবং তাদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান জানাচ্ছি।

মহান মে দিবসের এই মাহেন্দ্রক্ষণে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি ২০২৪ এর জুলাই-আগস্টে সংঘটিত বৈষম্য বিরোধী গণ-অভ্যুত্থানে আত্মত্যাগকারী শ্রমিক ও ছাত্র-জনতাকে। আমি তাঁদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি এবং তাঁদের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

শ্রমিকদের স্বার্থ সুরক্ষায় সমসময়ই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে শ্রম অধিদপ্তর। গত ০৫ আগস্ট ২০২৪ ছাত্র জনতার অভ্যুত্থানের পর বিভিন্ন শিল্প কারখানায় শ্রম অসন্তোষ নিরসনে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় হতে অঞ্চল ভিত্তিক কমিটি গঠন করা হয়েছিল; তাতে শ্রম অধিদপ্তর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সে কমিটিসমূহ সরেজমিনে মাঠ পর্যায়ে শ্রম পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। তাছাড়া শ্রম অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়েও শ্রম ক্রাইসিস সেল গঠন করা হয়েছিল। ফলে শ্রম পরিস্থিতি ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়েছে। শ্রমিকদের সাংগঠনিক অধিকার সমুন্নত রাখতে এ পর্যন্ত শ্রম অধিদপ্তর হতে ৯৭০০ ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা হয়েছে। অধিকন্তু শ্রম অধিদপ্তর হতে ৩২টি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের মাধ্যমে শ্রমিক ও তার পরিবারের সদস্যদের বিনামূল্য চিকিৎসাসেবা, বিনোদনসেবা এবং ০৪টি শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তনের মাধ্যমে শ্রম আইন, শোভন কর্মপরিবেশ, সমসাময়িক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণয়নকৃত পাবলিকলি এক্সিসিবল ডাটাবেইজ এর মাধ্যমে অসৎ শ্রম আচরণ, এন্টি ট্রেড ইউনিয়ন ডিসক্রিমিনেশন, শ্রম অসন্তোষ নিরসন সালিশীসহ ট্রেড ইউনিয়ন সংক্রান্ত সকল সেবার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হয়েছে। এবারের মে দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে- "শ্রমিক-মালিক এক হয়ে, গড়বো এদেশ নতুন করে" অত্যন্ত যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি। মহান মে দিবসের এবারের প্রতিপাদ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে শ্রম অধিদপ্তরের কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে এ বছর 'মহান মে দিবস' এবং 'জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস' একত্রে উদযাপন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। উৎপাদনের সাথে সম্পৃক্ত শ্রমিকসহ সংশ্লিষ্ট সকলের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, শোভন কর্মপরিবেশসহ উৎপাদন ও দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য পেশাগত নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষা অপরিহার্য। সরকার দেশের সকল খাতের শ্রমজীবী মানুষের পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নানাবিধ কল্যাণমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। কলকারখানার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা এবং শ্রমজীবী মানুষের পেশাগত নিরাপত্তা ও আইনগত অধিকার নিশ্চিতকরণে সরকারের পাশাপাশি সকল শিল্প মালিকেরও নৈতিক দায়িত্ব রয়েছে। মহান মে দিবস এবং জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবসের এ উদযাপন দেশের সকল কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তাবিধি পালনকে উৎসাহিত করবে।

আমরা বিশ্বাস করি, শোভন কাজ, ন্যায্য মজুরি, নিরাপদ কর্ম পরিবেশ এবং ট্রেড ইউনিয়নের ন্যায়সঙ্গত চর্চায় শিল্প, কল- কারখানায় শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার মাধ্যমে জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি নিশ্চিত করতে পারে। বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার শ্রমিক ভাই-বোনদের অধিকার নিশ্চিতকল্পে আন্তর্জাতিক শ্রমমান এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বাংলাদেশ শ্রম আইনের সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করে বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশকে স্থিতিশীল শিল্পসম্পর্ক এবং প্রতিশ্রুতিশীল অর্থনীতির দেশ হিসাবে প্রমাণ করেছে।

ক্রমবিকাশমান আধুনিক প্রযুক্তির সাথে তাল মিলিয়ে এ দেশের শ্রমিকদের দক্ষতা উন্নয়ন ও যুগোপযোগী করার জন্য এ সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক এবং কার্যক্রম আরও সুদৃঢ় হয়েছে। শ্রমজীবী মেহনতি মানুষদের জীবনমান উন্নয়ন, দেশের শ্রমমান উন্নয়নে বাংলাদেশ সারা বিশ্বের নিকট একটি আদর্শ স্থান অর্জন করবে বলে আমরা দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করি।

মহান মে দিবসের মর্মবাণী আজ শুধু শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আদায়ের আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই বরং এ আন্দোলন জাতীয় উৎপাদনে টেকসই শিল্প সম্পর্ক স্থাপনের মধ্য দিয়ে জাতীয় সমৃদ্ধির প্রেরণার উৎসরূপে আপন মহিমায় উদ্ভাসিত।

মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন

উপদেষ্টা
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ও
নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

১ মে মহান মে দিবস, বিশ্বের শ্রমজীবী ও মেহনতি মানুষের অধিকার আদায়ের দিন। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে 'মহান মে দিবস এবং জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস, ২০২৫' উপলক্ষ্যে স্মরণিকা প্রকাশের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। একই সাথে জুলাই-আগষ্ট, ২০২৪ গণঅভ্যুত্থানে নিহত শহিদ শ্রমিকদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত এবং আহত সকল শ্রমিকের সুস্থতা কামনা করছি।

বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ ও শ্রম বিধিমালা ২০১৫ এর আওতায় দেশের বিভিন্ন খাতে কর্মরত শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন, শিশু শ্রম নিরসন, শ্রমিকদের অধিকার সুরক্ষা ও কল্যাণ সাধনে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বিভিন্ন শিল্প সেক্টরে কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ে যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদান ও গবেষণা পরিচালনার জন্য একটি বিশেষায়িত ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এছাড়া শ্রমিকদের জন্য ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন যুগোপযোগী এবং শ্রম আইন ২০০৬ সংশোধন করে আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা হচ্ছে।

সম্প্রতি সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার ৩৫৩তম গভর্নিং বডির অধিবেশনে সকল স্তরের আলোচনায় গভর্নিং বডির প্রতিনিধিরা শ্রম অধিকার উন্নয়ন ও শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকল্পে বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহের ভূয়সী প্রশংসা করেন। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে অভিযোগের বিষয়ে গত পাঁচ বছর ধরে শুনানি অনুষ্ঠিত হলেও এবারই প্রথম সদস্য রাষ্ট্রগুলোর জোট হিসেবে আরব দেশগুলো এবং স্বতন্ত্রভাবে ১৮টি দেশ বাংলাদেশের পক্ষে অকুণ্ঠ সমর্থন ব্যক্ত করে, যা এযাবৎকালে অর্জিত সর্বোচ্চ সমর্থন।

মহান মে দিবসের এ মাহেন্দ্রক্ষণে বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল শ্রমজীবী ও মেহনতী মানুষকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। 'মহান মে দিবস এবং জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস, ২০২৫' এর এ বছরের আয়োজন সফল হোক।

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব:) ড. এম সাখাওয়াত হোসেন

কমিশন প্রধান
শ্রম সংস্কার কমিশন

বাণী

মহান মে দিবস বিশ্বের শ্রমজীবী ও মেহনতি মানুষের গৌরবোজ্জ্বল আত্মত্যাগ ও অধিকার প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক দিন। শ্রমিকের মর্যাদা ও ন্যায়সংগত অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং দীর্ঘদিনের শোষণ, বঞ্চনা, নিপীড়ন ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে ১৮৮৬ সালের ১লা মে যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরের হে মার্কেটে শ্রমিক শ্রেণি প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠে, তাঁদের বুকের তাজা রক্তের বিনিময়ে দৈনিক ৮ ঘণ্টা কাজের দাবি স্বীকৃতি পায়। শ্রমিকের অধিকার আদায়ের দিন হিসেবে বিশ্বব্যাপী এই দিনটিকে যথাযথ মর্যাদায় পালন করা হয়। প্রতিবছরের ন্যায় এবারও বাংলাদেশে মহান মে দিবস যথাযথ মর্যাদায় পালিত হচ্ছে।

শ্রমমান উন্নয়নে বিশ্বসমাজ অনেক এগিয়ে গেলেও বাস্তবক্ষেত্রে বাংলাদেশের অগ্রগতি প্রত্যাশিত মাত্রায় ঘটেনি। রাষ্ট্র-সমাজ-সংস্কৃতি-অর্থনীতি-রাজনীতি কোনও ক্ষেত্রেই শ্রমজীবী মানুষ বুঝে পায়নি তাঁদের ন্যায্য হিস্যা, অমর্যাদা ও অস্পৃশ্যতায় তাঁরা হয়ে পড়েছে একেবারেই প্রান্তিক, দিন দিন দরিদ্র থেকে হয়ে পড়ছে হতদরিদ্র আর জনমুক্তির লড়াইয়ে বার বার বুকের রক্ত ঢেলে দিলেও আকাঙ্ক্ষা পূরণের স্বপ্নপথের সিঁড়িতে হোঁচট খেয়ে আশাভঙ্গ হয়েছে বারবার। এমনই এক পরিস্থিতিতে যুগ যুগ ধরে অবহেলিত ও বঞ্চিত শ্রমজীবী মানুষের মুক্তি এবং সাম্প্রতিক জুলাই বিপ্লব তথা বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের জনআকাঙ্ক্ষা পূরণে শ্রমিকের অধিকার ও কল্যাণ নিশ্চিত করতে বাংলাদেশের বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গত ১৮ নভেম্বর, ২০২৪ খ্রি. "শ্রম সংস্কার কমিশন" গঠন করে যা মহান মে দিবসের চেতনা বাস্তবায়নের দিকে এগিয়ে যাওয়ার একটি কার্যকর উদ্যোগ। শ্রম সংস্কার কমিশনের পক্ষ হতে বাংলাদেশ ও বিশ্বের সকল মেহনতি ও শ্রমজীবী মানুষের প্রতি জানাই বিনম্র শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা।

ইতোমধ্যে বাংলাদেশ আইএলও'র ৮টি কোর কনভেনশনই অনুসমর্থন করেছে এবং আইএলও'র বিভিন্ন কনভেনশন ও সুপারিশ অনুস্বাক্ষরসহ গুরুত্বপূর্ণ কিছু আন্তর্জাতিক দলিল ও চুক্তি স্বাক্ষর করেছে যা পরিপালনে বাংলাদেশের দায়বদ্ধতা রয়েছে। রাষ্ট্রের সংবিধান এবং শ্রমসংক্রান্ত বিভিন্ন নীতিতেও শ্রমজীবী মানুষের অধিকার ও কল্যাণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে সরকারের প্রতি নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। সরকার শ্রম সংক্রান্ত বেশকিছু আইন ও বিধিবিধান প্রণয়ন করেছে এবং শ্রম বিষয়ক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার ও নির্দেশনা বাস্তবায়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোও গড়ে তুলেছে। তবে বাংলাদেশের শ্রমজীবীদের কাছে এসব উদ্যোগের সুফল পৌঁছেছে কমই। একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক টেকসই ব্যবস্থা গড়ে তুলতে না পারলে শ্রমজীবী মানুষের অধিকার ও সুরক্ষা নিশ্চিত করার কাজটি অধরাই থেকে যাবে।

'শ্রম সংস্কার কমিশন' শ্রমক্ষেত্রে ন্যায্যতা আনয়নের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক সুপারিশ প্রণয়নের লক্ষ্যে কাজ করছে। কমিশন লক্ষ্য করেছে যে, দেশের সিংহভাগ শ্রমিকেরই আইনগত স্বীকৃতি নেই, দেশ-বিদেশে কর্মরত শ্রমিকদের অধিকাংশই সুরক্ষা ব্যবস্থার বাইরে, জাতীয় পর্যায়ে কেন্দ্রীয়ভাবে শ্রমিক ও শ্রমজীবী গোষ্ঠীর কোনও তথ্যভান্ডার নেই, শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা অপ্রতুল, রাষ্ট্রীয়ভাবে শ্রমজীবী মানুষের জন্য সামাজিক নিরাপত্তার অভাব এবং আইনগত অধিকার আদায়ে আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকার ভোগের সুযোগ থেকেও শ্রমিকরা বঞ্চিত। বিশ্ববাজারে বাংলাদেশ পরিচিতি পেয়েছে সস্তা শ্রমের দেশ হিসেবে যা দেশের জন্য অমর্যাদার। সবচেয়ে প্রয়োজনীয় জনগোষ্ঠী হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণি, অথচ তারাই সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অবহেলা ও চরম বৈষম্যের শিকার হয়ে প্রান্তিক ও মানবেতর জীবনযাপন করতে বাধ্য হচ্ছে, যা বাংলাদেশকে এগিয়ে যেতে বাধা সৃষ্টি করছে।

মহান মে দিবসে আমাদের অঙ্গীকার হোক সকল প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিকের আইনগত সুরক্ষা নিশ্চিতকল্পে সর্বজনীন শ্রম আইন প্রণয়ন, শ্রমিকদের সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা, শ্রমিকের ট্রেড ইউনিয়ন ও যৌথ দরকষাকষি অধিকার নিশ্চিতপূর্বক সুসমন্বিত ও সৌহার্দ্যপূর্ণ শিল্প-সম্পর্কের পরিবেশ তৈরি এবং জুলাই আন্দোলনে আহত ও শ্রমিকদের উন্নত চিকিৎসা ও প্রয়োজনীয় ক্ষতিপূরণ প্রদান করা। 'শ্রম সংস্কার কমিশন' একটি বৈষম্যহীন এবং ন্যায়ভিত্তিক উন্নত ও সমৃদ্ধির বাংলাদেশ গড়ে তোলায় অবদান রাখতে অঙ্গীকারাবদ্ধ।

জয় হোক সকল মেহনতি মানুষের।

সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহম্মদ

মহাপরিদর্শক
কলকারখানা ও
প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

বাণী

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে এ বছর ২৮ এপ্রিল 'জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস' এবং ১লা মে 'মে দিবস' একই দিনে পালিত হচ্ছে। দিবস দুটি উপলক্ষ্যে বিশ্বের সকল শ্রমিক, কৃষক, মেহনতি মানুষসহ সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও প্রাণঢালা অভিনন্দন জানাচ্ছি।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) ২০০৩ সাল থেকে বিশ্বব্যাপী World Day for Safety and Health at Work পালন করে আসছে। বাংলাদেশে দিবসটি পালিত হচ্ছে ২০১৬ সাল থেকে। এই দিবস পালনের উদ্দেশ্য হলো কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং শ্রমিকদের নিরাপদ, শোভন ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা। ১৮৮৬ সালের ১ মে আমেরিকার শিকাগো শহরে শ্রমঘন্টা নির্ধারণ, শ্রমিকের মর্যাদা ও ন্যায়সংগত অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শ্রমিকরা যে আত্মত্যাগ করেছিল তা স্মরণের মাধ্যমে প্রতি বছর মে দিবস উদযাপিত হয়। দুটি দিবসের মূল চেতনা হলো-শ্রমজীবী মানুষের মর্যাদা, অধিকার, নিরাপদ কর্মপরিবেশ এবং ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা।

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডাইফ) শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার মাধ্যমে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রম মানদণ্ড অনুসরণপূর্বক শোভন কর্মপরিবেশ সৃষ্টি এবং শ্রমিকদের অধিকার নিশ্চিত করতে নিরলসভাবে কাজ করছে। বাংলাদেশ শ্রম আইন ও শ্রম বিধিমালার আওতায় শ্রমিকদের নিয়োগ, মজুরি, কাজের সময়, ছুটি, মাতৃত্বকালীন সুবিধা, দুর্ঘটনা প্রতিরোধ এবং দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণ প্রদান নিশ্চিত করছে। এছাড়া, কারখানায় বাধ্যতামূলক গ্রুপ বীমা চালু, সেইফটি কমিটি গঠন, শিশুকক্ষ স্থাপন এবং প্রধান কার্যালয় থেকে টোল ফ্রি হেল্পলাইন (১৬৩৫৭) সেবা পরিচালনা করা হচ্ছে। শ্রম আইনের লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ, শ্রম আদালতে মামলা রুজু, কারখানার লে-আউট প্ল্যান অনুমোদন এবং রেজিস্ট্রেশন প্রদান ও রেজিস্ট্রেশন নবায়ন সেবা প্রদানসহ শ্রমিকদের সার্বিক অধিকার নিশ্চিত করছে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন এই অধিদপ্তর। এছাড়াও নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে রাজশাহীতে 'জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (NOSHTRI)' প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, যা প্রশিক্ষণ ও গবেষণার মাধ্যমে দেশে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

স্বাস্থ্যসম্মত এবং ঝুঁকিমুক্ত কর্মস্থল গড়ে তোলা শ্রমিকদের কর্মদক্ষতা এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য অপরিহার্য। শ্রমিকদের কল্যাণ নিশ্চিত করার মাধ্যমে শুধু তাদের জীবনমানই উন্নত হবে না, বরং দেশের শিল্প ও অর্থনীতি আরও শক্তিশালী হবে। শ্রমিকদের সুরক্ষা নিশ্চিতক